সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
JIBAN BIMA TOWER (14,15,16 & 20 FlOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

প্রেস ব্রিফিং

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে পারবে না- মর্মে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ প্রসঙ্গে।

সুপ্রিয় সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী বৃন্দ,

আপনারা জানেন পুঁজি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এসইসি যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার তাতে সর্বোতভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে। গত ১৬ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখ কেবিনেট সভা শেষে সরকারি কর্মকর্তাদের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রকৃত সত্য হলো এই যে, সেদিন কেবিনেট সভায় পুঁজি বাজারকে গতিশীল ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোপূর্বে এসইসি কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আয়কর আইনে সংশোধন আনা হয়েছে। অনুমোদিত সংশোধনীতে (১) আইপিও এর পাশাপাশি সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগে আয়কর রেয়াত পূনর্বহাল করা হয়েছে। (২) চলতি বাজেটে শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের উপর আরোপিত ১০% ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া, ব্রোকারেজ হাউজগুলোর কমিশনের উপর উৎসে কর ০.১০% থেকে কমিয়ে ০.০৫% করা হয়েছে এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগে আয়ের উপর বিদ্যমান কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব যা ইতোপূর্বে অনুমোদন করা হয় তাও উক্ত সভায় আলোচনা হয়েছে।

এসব প্রস্তাবনার পাশাপাশি কেবিনেট সভায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৯৭৯ সালের সার্ভিস রুলের প্রসঙ্গটি আলোচনায় আসে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, কেবিনেট সভায় আলোচনার কোন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারবেন না- এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। সংগত কারণে এসইসি মনে করে যে, এতে গত দু'দিনে পুঁজিবাজারে বিরাজমান সকল গুজব, অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির অবসান হবে।

২৮/০১/২০১২

অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান
এসইসি